দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 03 ... 2013
পৃষ্ঠা ... ২ কলাম ... ৬

হরতাল অবরোধে বার্ষিক পরীক্ষা নিয়ে বিপাকে স্কুল

অটোপ্রমোশন দেয়ার চিন্তা অনেক স্কুলের

■ নিজামুল হক

বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৮ দলের টানা অবরোধের কারণে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করতে পারছে না স্কুলগুলো। এ কারণে ফলাফল প্রকাশ করে পরবর্তী শ্রেণিতে ভর্তির বিষয়েও কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যাচ্ছে না। এভাবে যদি টানা অবরোধ থাকে তাহলে অটো প্রমোশন দিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরুর বিষয়টিও ভাবছে কোন কোন স্কুল। তবে পরীক্ষা আয়োজনের জন্য শেষ চেষ্টা করে যাচ্ছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

ইতিমধ্যে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে এমনটি দাবিও করা হয়েছে, বার্ষিক পরীক্ষা ছাড়াই সাময়িক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে উপরের ক্লাসে অটো প্রমোশন দেয়া হোক। তাদের বক্তব্য, অবরোধের মধ্যেও বেশিরভাগ স্কুল পরীক্ষার আয়োজন করে। এ কারণে বাধ্য হয়েই ঝুঁকি নিয়ে শিক্ষার্থীদের স্কুলে যেতে হয়। বিভিন্ন সময় শিক্ষার্থীরা আহতও হয়েছে। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

হরতাল অবরোধে বার্ষিক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ বিষয়ে কোন দায় নেয় না। অভিভাবকরা মনে করেন, এমতাবস্থায় পূর্ববর্তী পরীক্ষার ফলাফলের আলোকে প্রমোশন দেয়াই সবচেয়ে ভালো উপায়।

সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সারাদেশের স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করতে নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। কিন্তু হরতাল-অবরোধ ও সমাপনী পরীক্ষা বারবার পরিবর্তনের কারণে অসংখ্য স্কুল ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বার্ষিক পরীক্ষা শুরুই করতে পারেনি।

ঘোষিত সূচি অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণির প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা ছিল গত ২০ নভেম্বর। লাগাতার হরতাল ও অবরোধের কারণে ওই পরীক্ষা শেষ হতে ১৬ দিন সময় বেশি লেগেছে। এছাড়া প্রতিনিয়ত স্থগিত করা হচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা। পুন: সময়সূচি দিয়েও আবার সেই পরীক্ষা স্থগিত করা হচ্ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাও পিছানো হচ্ছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা বুদ্ধিজীবী দিবসে নেয়া হবে।

চলতি মাসের শেষের দিকে প্রকাশ করতে হবে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার ফল। অন্যথায় নতুন বছরের শুরুতে সারাদেশের স্কুলেই ভর্তি কার্যক্রম বিঘ্নিত হবে। দেশের সবচেয়ে বড় দুটি পাবলিক পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের পাশাপাশি স্কুলের শিক্ষকদের ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে অন্য শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন নিয়েও।

একাধিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। বেশ কয়েকবার রুটিন কাটছাঁট করা হয়েছে। অবরোধ ও হরতালের মধ্যেও পরীক্ষা হয়েছে। তবে অবরোধ ও হরতালের মধ্যে পরীক্ষা দিতে আপত্তি জানিয়েছেন শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা। এ কারণে পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

স্কুলের প্রধানরা জানিয়েছেন, আগামী পরীক্ষাগুলো নিয়ে তারা শংকায় আছেন। অবরোধের ফাঁকে পরীক্ষা নেবেন তারা। টানা অবরোধ হলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন। প্রয়োজনে পূর্ববর্তী ফলের ভিত্তিতে অটো প্রমোশন দেয়া হবে। তবে এ বিষয়ে আয়োজন করে কোন ঘোষণা দেয়া হবে না। প্রয়োজনে শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) কাছেও বিষয়টি গোপন রাখা হবে।

ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ শহীদুল আলম বলেন, এখনো ৬টা পরীক্ষা বাকি। রুটিন কাটছাঁট করতে হচ্ছে। তিনি বলেন, রুটিন অনুযায়ী পরীক্ষা চলবে। যারা আসবে তাদের পরীক্ষা নেয়া হবে। যারা আসতে পারবে না পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করার বিষয়টি তাদের ক্ষেত্রে শিথিল করা হবে।

তবে গতকাল মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ৪০টি স্কুলের প্রধানদের নিয়ে এক সভায় অবরোধ ও হরতালের অজুহাতে রাজধানীর কোন স্কুলেই বার্ষিক পরীক্ষায় অটো প্রমোশন দেয়া চলবে না বলে জানিয়ে দেয়া হয়। মাউশির পক্ষ থেকে সভায় বলা হয়, সব স্কুলকেই সব শ্রেণির সব বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করে যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চতর শ্রেণিতে পদোন্নতি দিতে হবে।

মাউশি'র মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন ইত্তেফাককে বলেন, ৪০টি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষদের নিয়ে সভা করেছি। এরমধ্যে ৫০ শতাংশ স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন বিষয়ের প্রায় ৯৫ শতাংশ পরীক্ষা গ্রহণ শেষ হয়েছে। কিছু স্কুলের একটি, দু'টি বা তিনটি বিষয়ের পরীক্ষা বাকি আছে। এসব পরীক্ষা আগামী ১৩ ডিসেম্বর শুক্রবার ও ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে নিতে হবে। তিনি অটো প্রমোশন দেয়ার বিষয়ে আপত্তি তোলেন। ভিকারুন্নিসা নূন স্কুলের অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ মঞ্জু আরা বেগম বলেন, অবরোধের ফাঁকে পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। তবে ওই সভায় ভিকারুন্নিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ এবং ওসমান মডেল স্কুলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই দু'টি প্রতিষ্ঠানে গত শুক্রবারে বিভিন্ন শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে মাত্র। আগামীতে হরতাল-অবরোধ অব্যাহত থাকলে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করা সম্ভব নাও হতে পারে।